একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী
পদক্ষেপ বার্তা
www.padakhep.org
বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৪১ ও ১৪২ । নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৪

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক ভোলা জোনে 'ICT Knowledge Sharing and Simulations' শীর্ষক কর্মশালা

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ ভোলা সদর সরকারি স্কুল মাঠ সংলগ্ন চিলি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারে 'পদক্ষেপ' এর আইসিটি বিভাগ কর্তৃক 'ICT Knowledge Sharing and Simulations' শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভোলা জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ আলী আকবর হাং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক (আইসিটি) জনাব মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক। তিনি কর্মশালার মাধ্যমে ভোলা জোনের কর্মীদের উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এবং মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন সূচকের উন্নতির কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) আয়েশা খানম, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের উপপরিচালক ডালিয়া আশরাফ আসমা, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সহকারী পরিচালক শেখ মোঃ ইমরান প্রমুখ।

কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ নাসির উদ্দিন ও মোঃ সাইফুল ইসলাম ফয়সল, ভোলা জোনের সকল এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারবৃন্দ, সিনিয়র ম্যানেজার (অ্যাডমিন অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) এবং জোনের আওতাধীন ১৭টি ব্রাঞ্চের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ ২১০ জন কর্মীবৃন্দ। দিনব্যাপি কর্মশালায় উক্ত বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বেসিক ধারণা প্রদান ও এর সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভোলা জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ভবিষ্যতে জোনের সকল সূচকে আরো উন্নতি করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'আইসিটি জ্ঞান শেয়ারিং এবং সিমুলেশন' আইসিটি খাতে দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। সেইসাথে সিমুলেশনের মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা হয়। এটি সাধারণত প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, ডেটা বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন আইসিটি টুলসের ব্যবহার সম্পর্কিত শিক্ষার ক্ষেত্রগুলিতে কার্যকর।

'পদক্ষেপ' এর নতুন উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক

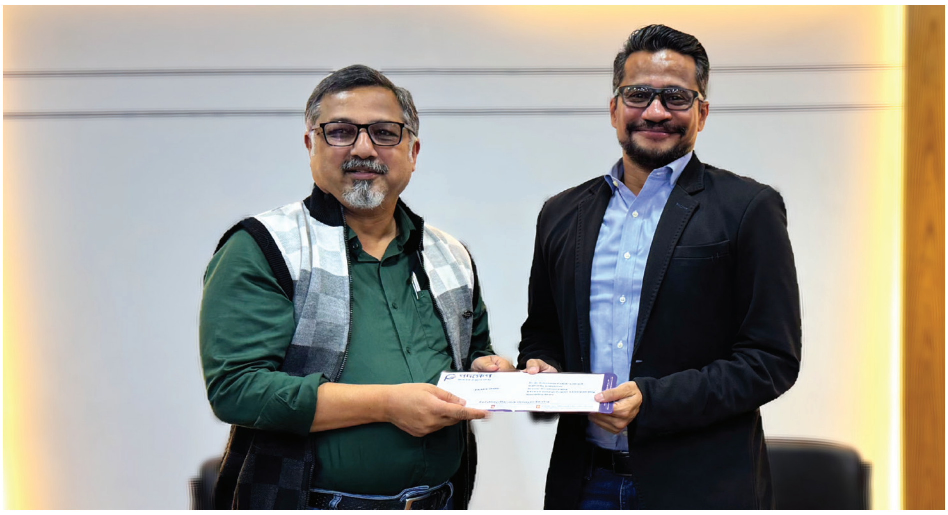

সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীককে 'উপ নির্বাহী পরিচালক ডিইডি)' পদে পদোন্নতি প্রদান করেছেন। উক্ত পদের দায়িত্ব গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, ২০২০ সাল থেকে 'পদক্ষেপ' এর পরিচালক মাইক্রোফাইন্যান্স এবং পরিচালক ইনচার্জ (প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ইতিপূর্বে 'পদক্ষেপ' এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশীয় এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন যেখানে তিনি দ্রুত চলমান ভোগ্যপণ্য, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, তথ্য- প্রযুক্তি, কৃষি এর প্ল্যানিং ও মার্কেটিং এর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেছেন। তিনি Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka থেকে Executive MBA ডিগ্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধীনে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিবিএ) ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এ পদোন্নতি প্রাপ্তির খবর

প্রকাশের পর সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন তিনি। এ উপলক্ষে সংস্থার সেমিনার কক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সালেহ বিন সামস, পরিচালক (আইসিটি) জনাব মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক প্রমুখ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার'সহ বিভিন্ন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক, উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য সফল ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, টেকসই পরিচালনা পদ্ধতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই রূপান্তরমুখী প্রেক্ষাপটে, ডিজিটাল রূপান্তর এবং ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতাকে বিবেচনায় নিয়ে সংস্থার সকল সংশিষ্ট উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করবে।

উদ্ভাবনের শক্তি ব্যবহার করে 'পদক্ষেপ' নিজেদেরকে ক্রমাগত এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে এর থ্রি সি মডেল, সক্ষমতা উন্নয়ন, অর্থায়ন সহযোগিতা ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে সত্যিকারের সার্বিক এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ধারাবাহিকভাবে নতুন কৌশল তৈরি করছে। তাঁর উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি ও ডিজিটাল রূপান্তরের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে সংস্থার সকল উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে তাঁকে এই পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টায় 'পদক্ষেপ' এর উপকারভোগীদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং একটি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করবে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের নরসিংদী কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্নের কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় গত ১৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় শিশুযত্ন কেন্দ্র এবং জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির নবনিযুক্ত প্রকল্প পরিচালক মাহবুবা আক্তার। পরিদর্শন কালে তিনি শিশুযত্নকারী ও শিশু এবং শিশুর অভিভাবকদের সাথে পারস্পারিক মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আর শিশুদের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার অধিকার শিশু সুরক্ষার সর্ব প্রথম ধাপ এবং শিশু সুরক্ষায় শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার সর্বাগ্রে। তাই তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ। একই সাথে জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন কালে তিনি নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পুকুরে নিরাপদ ব্যবস্থ্যপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে সকলকে সচেতনভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

শিশুর অধিকার, সুরক্ষা এবং শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন করার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে হবে বলে জানান নরসিংদী জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউসার আহম্মেদ। একটি নিরাপদ পুকুরে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিশু পানিতে ডুবা প্রতিরোধ এবং শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। আর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিশুরা সাঁতার এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া শিখে একদিকে যেমন ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে এবং অন্যকেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

'আইসিবিসি' প্রকল্পের আওতায় গত ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে চাঁদপুর সদর এলাকায় শিশু যত্ন কেন্দ্র এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধিবৃন্দ। পরিদর্শনকালে তিনি শিশু যত্নকারীকে শিশুদের হাইজেন মেইনটেইন বিষয়ক পরামর্শ দেন এবং তাদের চোখের যত্ন এবং চোখের অসুখে কীভাবে শিশুদের আরও ভালভাবে চোখের চিকিৎসা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া শিশুদের চোখের স্ক্রিনিং এর উপর প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহসিনা আফরোজ। শিশুদের জন্য চক্ষুস্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে শিশুদের চোখের স্বাস্থ্য, তথা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে বাড়তি যত্নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব তুলে ধরেন বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল এর মাজহারুল হক। শিশুদের চক্ষুস্বাস্থ্যের সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে এবং শিশুদের নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এর প্রোগ্রাম অ্যান্ড অ্যাডমিন কোঅর্ডিনেটর শামীম খান। প্রতিনিধি দল কর্মএলাকার শাহ মাহমুদপুর ইউনিয়নের মান্দারি এবং শাহতলী গ্রামে দুইটি শিশু যত্ন কেন্দ্র এবং আশিকাটি ইউনিয়নে একটি সাঁতার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন

করেন। তারা যত্নকারীদের কাছে কেন্দ্র পরিচালনার পদ্ধতি ও রুটিন সম্পর্কে জানতে চান এবং কেন্দ্র পরিচালনায় কোনো বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা বা কোন অসুবিধায় পতিত হয়েছেন কিনা সে বিষয়েও জানতে চান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী ও প্রকল্পের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং এই প্রজেক্টকে কীভাবে আরও ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি গত ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার শিশু যত্নকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শিশুযত্ন কেন্দ্রের যত্নকারী, সহকারী যত্নকারী ও কেন্দ্রে উপস্থিত অভিভাবকদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। একইসাথে কেন্দ্রে শিশুর উপস্থিতি, অভিভাবক সভা, প্রকল্পের কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ও সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে যত্নকারীর সাথে আলোচনা করেন। এসময় উক্ত শিশুযত্ন কেন্দ্রের শিশুরা বিভিন্ন গল্প ও ছড়া আবৃত্তি পরিবেশন করে এবং তিনি এ বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ প্রদান করেন।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের জেলা মনিটরিং কমিটির ত্রৈমাসিক অবহিতকরণ সভা

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান প্রকল্পের আওতায় গত ১৯ ডিসেম্বর নরসিংদীর মনোহরদী ও ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ভোলা জেলায় জেলা মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে উক্ত সভাগুলোর আয়োজন করা হয়। ভোলা জেলার সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আজাদ জাহান। সভায় অংশগ্রহণ করেন কমিটির সম্মানিত সদস্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মনজুর হোসেন, কমিটির সদস্য সচিব মোঃ আখতার হোসেন, পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক ও সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক, নরসিংদী ও ভোলা জেলার প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর'সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

অন্যদিকে নরসিংদীর জেলার জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে মনিটরিং কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা খলিল আহমেদ, পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সভায় গ্রামভিত্তিক কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং প্রকল্পের চলমান শিশুযত্ন কেন্দ্রে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং শিখন নিশ্চিতকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া সমাজভিত্তিক শিশুযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুর মা-বাবা ও অভিভাবকবৃন্দসহ কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে অভিভাবক সভা নিশ্চিত করণেও আলোচনা করা হয়। এতে অভিভাবক ও প্রতিবেশিদের সাথে পারস্পারিক আলোচনা এবং শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চর্চা করতে সবাইকে উৎসাহিত করবে।

প্রকল্পের আওতায় শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত স্থানীয় সাঁতার প্রশিক্ষকদের সহায়তায় এলাকার একটি নির্দিষ্ট পুকুরে বাঁশের তৈরী নিরাপদ সাঁতার কেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে। সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটি কেন্দ্রে একজন পুরুষ এলএসআই ও একজন মহিলা এলএসআই শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। আর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে শিশুরা সাঁতার এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া শিখে একদিকে যেমন ডুবে যাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হবে পাশাপাশি অন্যকেও পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করতে পারবে। এছাড়া সভায় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের শিশুদের দৃষ্টি ও শ্রবণ স্ক্রিনিং এবং রেফারেল পরিষেবা ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় গত ২৪-২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ চাঁদপুর সদর, দক্ষিণ ও উত্তর মতলবে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষ থেকে Orientation of Vision and Hearing Screening & Referral Services for Children in ICBC Project এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনটি পরিচালনা করে মাজহারুল হক। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে ৩ জন ইসিসিডি অফিসার ও ২২ জন সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনের মূল বিষয় ছিল শিশুর চক্ষুস্বাস্থ্য পরিচর্যা করা। প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাকপ্রাথমিক মূল্যায়ন করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ছোট-বড় সকলের চোখের রোগ, এ্যাসটিকম্যাটিসম, চোখের ফোকাসের সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা, কর্ণিয়ায় ভাইরাস সংক্রমণ, জন্মগত ছানি, চোখের পাতায় ক্ষত, রেটিনোবস্টিমার কারণ ও লক্ষণ, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের স্ক্রিনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এছাড়া পরবর্তীতে কীভাবে সেন্টার থেকে রেফারেল করা হবে সে সম্পর্কেও সবাইকে বুঝিয়ে দেন এবং কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে কার্যক্রমগুলো আরও সুন্দর ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারবে সে সম্পর্কে গ্রুপ আকারে মতবিনিময় ও পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অরবিস ইন্টারন্যাশনালের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাহসিনা আফরোজ, প্রোগ্রাম অ্যান্ড অ্যাডমিন কোঅর্ডিনেটর শামীম খান, সিনিয়ার কনসালটেন্ট ও ফ্যাকো সার্জন ডা. মোঃ রাশেদুর রহমান তালুকদার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর 'আইসিবিসি' প্রকল্পের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এটিএম আজিমুজ্জামান প্রমুখ।

‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ পর্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ পর্যায় প্রকল্পের জামালপুরে ৪টি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়’ পর্যায় পিএ-১ এর আওতায় নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জামালপুর পৌরসভায় গত ২৬ নভেম্বর ছাতিয়ানি, মেন্ধা ও মোহাম্মদ আলী মেম্বার এর বাড়িতে এবং ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে চরপালি নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দুটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এছাড়া গত ৯ ডিসেম্বর পাঠানপাড়া, মেলান্দহ এবং ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শাহবাজপুর কৈড়ুলায় আরও দুটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

উক্ত ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র মানুষদেরকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রেসার ও ওজন মাপা, রক্ত পরীক্ষা করা, গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার বিতারণ করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের অভিভাবকসহ মোট ৫১০ জন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন ও সহযোগিতা করেন এমআইএইচ এর মোঃ আবু সালেহ খান, ডা. রোমানা সোহরাব অরিণ ও ডাঃ সুপ্রিয়া।

ক্যাম্পগুলোর সার্বিক পরিচালনা ও সহযোগিতায় ছিলেন মেটিকেল অফিসারবৃন্দ, ফ্যামেলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কাউন্সিলর, প্যারামেডিক প্রমূখ।

প্রকল্পের ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে অল্প বৃষ্টিতে চারদিকে পানি জমে, এ কারণেই এডিস ও ডেঙ্গু মশার উৎপাত বেড়ে যায়। আর ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলের সচেতনতাই পারে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র প্রধান উপায়।

এডিস মশা সাধারণত জমে থাকা আবদ্ধ স্বচ্ছ পানিতে বংশবিস্তার করে। এ বিষয়ে ‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়’ পর্যায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-১ এর আওতায় গত ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের কলাবাগান, পশ্চিম ফুলবাড়িয়া, নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের কিশোরীদের নিয়ে ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডেঙ্গু কী, ডেঙ্গুজ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলো কী, ডেঙ্গুজ্বরের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধে করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। ডেঙ্গু মূলত একটি মশাবাহিত রোগ, তাই ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে এই মশার বংশবিস্তার প্রতিরোধ, নিধন ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রকল্পের ফিজিশিয়ান ডাক্তার সকলকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সকলের ঘরবাড়ি ও এর চারপাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, বোতল, নারকেলের মালা, ফুলের টব, বাথরুম, ফ্রিজ ও এসির নিচে জমানো পানি, গাড়ির টায়ার ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং পানি যেন জমতে না পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লিনিক ম্যানেজার, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, ল্যাবটেকনিশিয়ান, কাউন্সিলর, ফিল্ড সুপারভাইজার প্রমূখ। সভায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সকলকে সক্রিয় সহযোগীতা করার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভা শেষ করা হয়।

প্রকল্পের মাসিক কর্মী সমন্বয় সভা

‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়’ পর্যায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-১ এর আওতায় গত ০৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের সকল কর্মীদের নিয়ে প্রকল্পের সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ক্লিনিক ম্যানেজার, ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, ল্যাবটেকনিশিয়ান, অ্যামিনিস্ট্রেশন অ্যাসিসটেন্ট, কাউন্সিলর, ফিল্ড সুপারভাইজার, এফডব্লিউ-ভি ও এ, আয়া, গার্ড, ক্লিনিক এইডসহ মোট ৬৫ জন স্টাফ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ডেলিভারি ও সিজারিয়ান সেকশনের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নিরাপদ সেবাদান, ইডিডি অনুযায়ী প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ, প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি নিশ্চিত করা, রেড কার্ডের রোগীদের সকল প্রকার চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করা, কোন কারণ ছাড়া সিজারিয়ান সেকশন সেবা না দেওয়া, নরমাল ডেলিভারি সেবা বৃদ্ধি করা এবং শহরের সকল দরিদ্র মানুষকে সেবার আওতায় আনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জামালপুরে ‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে’ গর্ভবতী মা’দের গ্রুপ মিটিং

‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্থবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প-২য় পর্যায় এর আওতায় গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ জামালপুর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এ গর্ভবতী মা’দের নিয়ে গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে সভায় শহরের বিভিন্ন এলাকার গর্ভবতী মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সহজলভ্যভাবে নরমাল ডেলিভারি, স্বল্প মূল্যে সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন সেবা, প্রসব পূর্ব ৪ বার সেবা গ্রহণ, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণ, অপুষ্টির শিকার শিশু ও মায়েদের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, টিটি ভ্যাকসিন, মাতৃমৃত্যু ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচন-ার করা হয়। সভায় নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেবা সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হয়। সভায় প্রকল্পের ক্লিনিক ম্যানেজার, এমআইএস অফিসার, ফ্যামেলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর, কাউন্সিলর প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে গর্ভবতী মা’দের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়।

নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার’ চালু রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

'পদক্ষেপ' এর 'রেইজ'প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর সংকট মোকাবেলায় এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' দেশের শহর ও উপ-শহর এলাকার ১২টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি 'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। 'রেইজ' প্রকল্পের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ একটি চলমান কার্যক্রম। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো-প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন। গত পহেলা মে ২০২৪ তারিখ থেকে ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ৫১ জন এমসিপি/গুরু এর অধীন ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে শুরু হয়ে নভেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হয়েছে। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের চলমান ট্রেডগুলো হলো- "ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স, হাউজকিপিং অ্যান্ড ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি"। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রকল্পের কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম

গত ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে মোট ৪টি কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীসহ অন্যান্য কর্মসূচি যেমন-অগ্রসর. বুনিয়াদ, জাগরণ এর উপকারভোগীদের নিয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রোগ্রামে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতা মূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন: পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংস্থার নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক 'রেইজ' প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

'রেইজ' প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে গত ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে একটি খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। নিরীক্ষা বিভাগের কর্মীগণ 'রেইজ' প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ১৩টি ব্রাঞ্চ সরেজমিন অডিট করেন। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্পের যাবতীয় নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। এসময় নিরীক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ আবুল বাসার, সহকারী পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন এবং সিনিয়র ব্যবস্থাপক মোঃ রেজাউল ইসলামসহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, বাজার উন্নয়ন, ফার্ম মেকানাইজেশন এবং আধা-নিবিড় ও প্রোবায়টিক প্রদর্শনী স্থাপন

ইফাদ ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ২০২৪ মাসে গোপালগঞ্জ সদরে ২টি ও কাশিয়ানী উপজেলায় ১টি 'বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় করণীয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। দুই উপজেলার ৭৫ জন চাষি উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ট্রেনিং অফিসার মো: আজাদ হোসেন বেপারী। বন্যার আগে পুকুর প্রস্তুতি, বন্যার সময় করণীয় এবং বন্যা পরবর্তী পুকুর মেরামত ও পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়া অদ্য ১১ ও ১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলা সদরের রঘুনাথপুর ও রূপাহাটি এলাকায় প্রদর্শনী নির্ভর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আয়োজনে উল্লিখিত এলাকার ৫০ জন মৎস্য চাষি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী স্থাপনের ভাল মন্দ দিকগুলো, সুবিধা অসুবিধা, আয় ব্যয় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাষিরা আলোচনা করেন এবং নিজেদের ব্যবসায় আরো উন্নতি সাধনের জন্য সার্বিক দিকনির্দেশনাগুলো মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এ সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী চাষিদের প্রকল্পের অধীনে টি-শার্ট উপহার দেয়া হয়। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ ব্রাঞ্চ অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: নাসির উদ্দিন ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়াও গোপালগঞ্জ সদরের ৪ জন উদ্যোক্তাকে বিকল্প কর্মসংস্থান, ২ জন মৎস্য চাষিকে প্রবায়োটিক প্রদর্শনী এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ১ জন মৎস্য চাষিকে বিকল্প কর্মসংস্থান, ২ জন মৎস্য চাষিকে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট চাষিদেরকে অনুদান সহায়তাও প্রদান করা হয়। উক্ত সহায়তা দিয়ে চাষিরা মাছের পোনা, জাল, মাছের খাবার ক্রয় ও প্রচারণামূলক ব্যানার স্থাপন করবেন। এসময় সকল উপকারভোগী চাষিরা ভবিষ্যতে প্রকল্পের সহায়তা ও নির্দেশনা মেনে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা, লিড ফার্মার ও মৎস্য চাষিদের 'উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় গত ২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ প্রকল্পের লিড ফার্মার ও মৎস্য চাষিদের অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রোগ্রাম অডিট ইউনিটি প্রধান ও উপপরিচালক মো: আবুল বাসার। এছাড়া সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মো: শফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মো. শামীম হোসেন, সিনিয়র ব্যবস্থাপক মোঃ রাজিবুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া প্রমূখ। সভায় প্রকল্প এলাকায় কর্মীদের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও আগামী ৬ মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরিসহ সকল হিসাব এবং বিল ভাউচার সংরক্ষণের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভা শেষে সকলে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সরজমিন নিরীক্ষা করেন।

"নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" উপপ্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় মৎস্য চাষিদের নিয়ে নভেম্বর মাসে ১৮টি এবং ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে ১৯টি ব্যাচে মৎস্য চাষ বিষয়ক উন্নততর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে সর্বমোট ৯২৫ জন মাছ চাষি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণগুলোতে চাষিদের পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুরে নিরাপদ খাদ্য উপকরণ প্রিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, মাছের খাদ্য নির্বাচন ও মাছ পরিচর্যা সহ মাছের সঠিক বাজারজাতকরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়, যা আগামীতেও এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

এছাড়া গত ১০ নভেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় এবং ২১-২২ ডিসেম্বর সংস্থার গোপালগঞ্জ এরিয়া অফিসে এবং ২৩-২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত টুঙ্গিপাড়া ব্রাঞ্চে প্রকল্পের 'লিড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার' বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে মোট ৬০ জন লিড ফার্মার ও মৎস্য চাষি অংশগ্রহণ করেন। চাষিদের নিবিড় ও আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, পুকুরে পোনা মজুত ঘনত্ব, প্রদর্শনী ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিসহ পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুর ও মাছের পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় চাষিদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এভানকো এর মার্কেটিং ম্যানেজার মুস্তাফিজুর রহমান সোহাগ, গোপালগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার দেবাশিষ বাছাড়, ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষক খালেদ বিন বাশার প্রমূখ।

মৎস্য ও মৎস্য পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত কর্মীদের গুড হ্যান্ডেলিং প্র্যাকটিস ও মৎস্যজীবীদের নিয়ে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'আরএমটিপি' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে 'পদক্ষেপ'। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আরএমটিপি' এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে "মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বিপণন এবং পরিবহনে নিয়োজিত কর্মীদের গুড হ্যান্ডেলিং প্র্যাকটিস বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" পরিচালনা করা হয়। গোপালগঞ্জে অবস্থিত সংস্থার এরিয়া অফিসে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে গোপালগঞ্জ সদরের ২৫ জন মৎস্য পরিবহণ ও সংশ্লিষ্ট কাজে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের খাদ্য সুরক্ষা ও খাদ্য নীতি, পোস্ট হারভেস্টিং ফিশারিজ, এইসএসিসিপি ও এর ৭টি নীতি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ট্রেসিবিলিটি কী ? সঠিক নিয়ম মেনে মাছ ধরা, বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ, শুঁটকি তৈরি ও সংরক্ষণের পদ্ধতিসহ ফরমালিনের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে 'বশেমুরবিপ্রবি' এর ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন বায়োসায়েন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. নিয়াজ আল হাসান এবং অতিথি হিসেবে গোপালগঞ্জ সদরের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার দেবলা চক্রবর্তী ও মেরিন ফিশারিজ অফিসার মোঃ মফিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়াসহ প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ।

এছাড়া ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর সংস্থার গোপালগঞ্জ এরিয়া অফিসে এবং ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে 'মৎস্য চাষিদের নিয়ে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ৫০ জন মৎস্য চাষি অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের আওতায় চাষিদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসার ধরন, একক ও বহু মালিকানা, ব্যবসা ও ব্যবসা পরিচালনায় লাইসেন্সের গুরুত্ব এবং দৈনিক বা মাসিক হিসাবরক্ষণের বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়। এ সময় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোল্লারহাট ডিগ্রি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাজু দাসগুপ্ত ও টুঙ্গিপাড়া পাটগাতী জিটি স্কুলের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী শিক্ষক সাইদুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

ফিস্টুলা সচেতনতা ও রেফারেল ক্যাম্পেইন

সংস্থার 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় গত ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ১৪টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য বিষয়ক ফিস্টুলা রোগের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নগুলোতে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট, ব্যালি ও আলোচনা সভা করা হয় এছাড়া ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে "প্রসবজনিত ফিস্টুলা নিয়ে ভয় নয়, চিকিৎসায় ফিস্টুলা ভালো হয়" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইউনিয়ন গুলোতে ফিস্টুলা বিষয়ক ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ১২ জন ফিস্টুলা রোগী চিহ্নিত করা হয়। পরে তাদেরকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালের ফিস্টুলা কর্ণার থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিসহ প্রকল্পের পিভিসি, সামজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব), মা ও শিশু ফোরাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন স্টাফ ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্টি মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

"সঠিক পুষ্টিতে, সুস্থ জীবন" প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার, নিকলী উপজেলার, কারপাশা ইউনিয়নে একতা এবং সাগর সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) এর মাধ্যমে ক্লাবে পুষ্টি মেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে শিশুর সোনালী ১ হাজার দিন, প্রদর্শিত ফলমূল ও শাকসবজি এর পুষ্টি গুণাগুণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেলায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা, কুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের কর্মীবৃন্দ পুষ্টি মেলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা ও সফলতা বিষয়ক অনুষ্ঠান

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের অতিদরিদ্র পরিবারদের প্রকল্পের সেবার আওতায় এনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এর আলোকে নভেম্বর ২০২৪ মাসে প্রকল্প এলাকার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিবন্ধী দিবস, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ, স্বাস্থ্যসেবায় কর্মএলাকার সকল প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ভাতা পেয়ে এবং নিজেদেরকে আয়বর্ধনমু-লক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমাজে প্রতিবন্ধীদের সম্মান ও গ্রহণযো-গ্যতা বৃদ্ধি এবং সন্তুষ্টির কথা সভায় উল্লেখ করেন। সভাগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্যবৃন্দ ও 'পদক্ষেপ' এর উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলতা বিষয়ক অনুষ্ঠান ৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা বিষয়ে সমাজে ইতিবাচক ধারণার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলতা' বিষয়ক অনুষ্ঠানটি করা হয়। সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তারা তাদের সফলতার কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিঠামইন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী সমজসেবা কর্মকর্তা মোঃ জিয়াউদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের বিভিন্ন ফোরাম ও সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দসহ কর্মএলাকায় সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং 'পিকেএসএফ' এর সহায়তায় পরিচালিত 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ২.১৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে গত ১০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা' অনুষ্ঠিত হয়। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্তি করা, তাদের সমস্যার কথা কমিটিতে সহজে বলতে পারা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের এ কমিটির মধ্যমে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করা হয়। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন স্টাফসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসি সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোক উপস্থিত ছিলেন।

গণসচেতনতামূলক বিলবোর্ড স্থাপন

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসি সদস্য, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাবের সদস্য, মা ও শিশু ফোরামের সদস্য, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য এবং এলাকার সর্বসাধারণকে গণসচেতন করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের তথ্য সম্পর্কিত বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগণ সচেতন হচ্ছেন এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা এবং পরামর্শ গ্রহণে সদস্য পর্যায়ে বেশি আগ্রহ বাড়ছে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসি'র সদস্য, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

আন্তঃ কিশোরী ক্লাবের ইভেন্ট আয়োজন

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নিকলী সদর ও কারপাশা ইউনিয়নের কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে এক আন্তঃ কিশোরী ক্লাব ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৬টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরী ক্লাব এর ১৮০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। কিশোরীরা উপস্থিত বক্তৃতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি সেবাসমূহ, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতায় অংগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে অত্যান্ত খুশি হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইভেন্টটি ফ্যাসিলিটেট করেন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম। এ সময় প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ সর্ম্পকিত ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্পের আওতায় গত ৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ' সর্ম্পকিত ১টি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'পদক্ষেপ' এর উদ্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে ১টি ওরিয়েন্টশনের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, সিএইচসিপি, পরিসংখ্যান অফিসার ও পুষ্টি কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। সরকার যে সকল কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য হাতে নিয়েছেন সেগুলো সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তাই সরকারি-বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সকলে মিলে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে বলে বক্তারা বলেন। এছাড়া 'পদক্ষেপ' এর সকল কাজে প্রশাসনের দিক থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে পিভিসির সদস্য, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য, মা ও শিশু ফোরামের সদস্যরা উপস্থৃতি ছিলেন।

৩৩ তম আন্তর্জাতিক ও ২৬ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

এসডিজি অর্জনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্মিলিত অংগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ৩৩ তম আন্তর্জাতিক ও ২৬ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এতে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই ৩টি উপজেলায় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। দিবসটিতে র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, "আমাদের সমাজে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাদের সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিলে তারা সমাজ উন্নয়ন ও জাতি গঠনে ভুমিকা রাখতে পারেন। তাদের পাশে আমাদের থাকতে হবে, তারা সমাজের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। তাই তাদের আলাদাভাবে দেখার কোন সুযোগ নাই। সেইসাথে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে সমাজ আরো উন্নত হবে"। দিবসটি পালনে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য, পিভিসির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমাজকর্মী, শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বিষয়ক ক্যাম্পেইন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে ডেঙ্গুর মতো বাহকনির্ভর রোগ বেশি ছড়াচ্ছে, যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে। ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস মশার বংশবিস্তারের স্থান নির্মূলে কমিউনিটির নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মানুষের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে ডেঙ্গু সংক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে পারে। এরই আলোকে গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইনে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণসহ র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্পের পিভিসি, সামজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যেদের বসতভিটা সংস্কার ও মেরামতকরণ

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় মিঠামইন ও নিকলী উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসির নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যদের বসতভিটা সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান কর হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হয় যার মুল উদ্দেশ্য হলো অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করাসহ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা। প্রকল্পের আওতায় বসতভিটা সংস্কার/মেরামতে সহয়তা প্রদান করা যাতে করে বিভিন্ন আপদে বা দুর্যোগে সদস্যদের জীবন হানি ও তাদের সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় সে লক্ষে সদস্য পযার্য়ে বসতভিটা সংস্কার ও মেরামত করা হয়। মেরামতকৃত ঘর পেয়ে সদস্যরা অনেক খুশি হয়েছেন এবং তাদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। এ সময় পিভিসির সদস্য, ইউনিয়ন সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঘর মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

নভেম্বর ২০২৪ মাসে প্রকল্পের নিকলী উপজেলার ২ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ২০টি দেশি মুরগি, মুরগির থাকার ঘর ও ক্রিপার প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আন্তঃফষল/সাথী ফসল চাষের আওতায় নিকলী উপজেলার ০৩ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে ফসলের বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, ফেরোমন ফাঁদ এবং জমি প্রস্তুত, সেচ ও শ্রমিক মজুরি বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। আন্তঃফসল চাষের আওতায় হাওরে প্রথম বারের মত ১ জন উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনা চাষে রসুন চাষ করা হয়।

এছাড়া শুকনো মৌসুমে হাওরে ধান চাষ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। হাওরে পানি শুকানোর সাথে সাথে শুরু হয় ধানের বীজ রোপণের কাজ। প্রকল্পভুক্ত ১৪টি ইউনিয়নে মোট ৪৮ জন সদস্যের মাঝে ধান চাষের জন্য বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়। সদস্যরা যেন অধিক লাভবান হতে পারে সেজন্য তাদের উঁচ্চ ফলনশীল ও ঘাতসহনশীল জাতের ধানের বীজ (ব্রী ধান-৮৯) সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি ভুট্টা চাষও ব্যাপক লাভজনক হিসেবে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৬ জন সদস্যকে হাইব্রিড জাতের ভুট্টার বীজ প্রদান করা হয়। উক্ত ধান ও ভুট্টা চাষের জন্য রাসায়নিক ও জৈব সার, কীটনাশক, জমি প্রস্তুত ও সেচের খরচ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ঘাতসহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষের জন্য নিকলীতে উপজেলার আরো ০২ জন সদস্যকে আলু চাষের জন্য বীজ ও আনুসঙ্গিক উপকরণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি নিকলী এরিয়ার দামপাড়া ইউনিয়নের ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনের জন্য ৪টি ইটের চেম্বার তৈরি এবং চেম্বারগুলোতে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরির জন্য কেঁচো, গোবর ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে প্রকল্পের অতিদরিদ্র খানায় বছরব্যাপী বহুমুখী আয়ের উৎস্য সৃষ্টির লক্ষ্যে মিঠামইন এরিয়ার কেরায়ারজোড় ইউনিয়নে ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যের বসতবাড়িতে গড়ে তোলা হয় 'প্রসপারিটি বাড়ি'। প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপনের জন্য সদস্যের বাড়িতে বছরব্যাপী মাঁচায় সবজি চাষের জন্য বীজ, সার, নেট, বাঁশ ও সিমেন্টের খুটি প্রদান করা হয়। এছাড়া বহুমুখী আয়ের মাধ্যম হিসেবে সেলাই মেশিন, দেশি মুরগি, কবুতর ও ভেড়া প্রদান করা হয় এবং বাড়ির আঙ্গিনায় ও পরিত্যক্ত জায়গার সঠিক ব্যবহারের জন্য ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সদস্যের স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নিশ্চিত করার জন্য সদস্যকে রিং স্লাব প্রদান করা হয়।

এছাড়া মাছের পোনা পরিবহন এবং জীবন্ত মাছ উচ্চমূল্যে বিক্রি করে যেন সদস্য আয় করতে পারে সেজন্য ০২ জন অগ্রসরমান অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে মাছ পরিবহনের ট্যাংক, এ্যায়ারেটর মেশিন, ভ্যান, নেট ইত্যাদি প্রদান করা হয় ।

হাওরে হাঁস পালন ব্যাপকভাবে হলেও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হয় দূর-দূরান্ত থেকে। যার কারণে বাচ্চার দাম বেশি পড়ে এবং বাচ্চার মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পায়। তাই হাঁসের ডিম ফুটানোর হ্যাচারি স্থাপন করে সদস্যদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিকলী উপজেলায় ০১ জন সদস্যকে অকৃষিজ আইজিএ'র আওতায় একটি অটোমেটেড ইনকিউবেটর মেশিন অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ভ্যাক্সিণের প্রদান এবং কর্মএলাকার গবাদি পশুর ক্ষুরা, এলএসডি, বাদলা, গলাফুলা, তড়কা, পিপিআর ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

অতিদরিদ্র সদস্যদের মাসব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ

কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিকলী উপজেলার নিকলী, কারপাশা ও দামপাড়া ইউনিয়নের মোট ২৫ জন সদস্যকে মাসব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি ২ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী ২৫ জনকে ১টি করে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা একজন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার কম। পুরাতন ও অপরিস্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা কম থাকার প্রধান ৩টি কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভালো মানের ন্যাপকিনের অপ্রাপ্যতা এবং ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা। এই সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় নতুন ৮টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) গঠন করে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা এবং ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প

প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী ইউনিটের কারপাশা ইউনিয়নের নানশ্রী কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পটির মাধ্যমে ৪ জন গর্ভবতী মা, ১০ জন প্রসূতি মা, ১০ জন কিশোরী ও ৬ জন প্রবীণ নারী'সহ সর্বমোট ১০০ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ঔষধ সরবরাহ এবং রোগীদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: সজীব ঘোষ।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৭৭ জন

নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ১১৩ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ২৩৯ জন কমিউনিটি ম্যনেজারকে দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা এবং ১১৯ জন পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও প্যানেলভূক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বহি:উৎস প্রশিক্ষণ হিসেবে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে ১ জনকে Leadership for Development Professionals'; সহকারী পরিচালক পদে ২ জনকে 'SIB (Staff Information Bureau)'; সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার পদে ১ জনকে The Art of Facilitation'; ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Microenterprise Management & Financial Strategy'; এবং ম্যনেজার পদে ১ জনকে 'Procurement & Inventory Management'; বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ১৬২ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে মোট ১৬২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে নভেম্বর মাসে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এর মনিটরিং সেলে উপপরিচালক পদে ১ জন, মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে ইলেকট্রিশিয়ান পদে ১ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং সেলে কনসালটেন্ট পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে কক্সবাজারে মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন, প্যারামেডিক পদে ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার পদে ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২ জন; PPEPP প্রোজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার (নিউট্রিশন) পদে ১ জন; ICBC প্রকল্পে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার সুপারভাইজার পদে ১ জন; ঢাকা উত্তর জোন এবং রংপুর জোনে অফিস সহকারী পদে ২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন জোনে সিএম-১/এবিএম (লোন) ও বিএম পদে ১২৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ডিসেম্বর মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সহকারী পরিচালক পদে ১ জন ও প্রমিজ ফার্মেসিতে সেলস ম্যান পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি -২' প্রকল্পে কক্সবাজারে মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন, প্যারামেডিক পদে ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার পদে ১ জন, নার্স পদে ১ জন, ম্যাসেঞ্জার কাম সিকিউ-রিটি গার্ড পদে ৫ জন, পিএইচসিসি ম্যানেজার পদে ২ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১ জন; ঢাকা উত্তর জোন, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম পার্বত্য, ঢাকা দক্ষিণ জোনে অফিস সহকারী পদে ৫ জনকে এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন জোনে সিএম-১/ এবিএম (লোন) ও এবিএম পদে ৫৮জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাসের নাম	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	মিটিং/পরীক্ষা/ কর্মশালা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ স্টাফ	অন্যান্য সংস্থা স্টাফ
নভেম্বর'২৪	১২	৮১৪	৫	১৩	৫৬৬	২৪৮
ডিসেম্বর'২৪	২০	১১৫০	৬	১৯	৪৩৬	৭১৪

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সুবিধাভোগী	মোট অর্থ প্রদান	সর্বমোট সুবিধাভোগী (২০০৯-২০২৪)	মোট অর্থ প্রদান (২০০৯-২০২৪)
নভেম্বর'২৪	২৩০ জন	৮৩,৩০,৯০০.৩৫/-	১,৬১,৫৬০ জন	৫২,৩২৮,২২৬,০৬০/-
ডিসেম্বর ২৪	৩৬৬ জন	১০,০৮২,৯৫১.৩৪/-	১,৬১,৯২৬ জন	৫২,৩৩৮,৩০৯,০১১/-

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ		নভেম্বর		ডিসেম্বর	
ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৯৬	৭০,০১,৫৮৪/-	২৯	২৩,১৮,৫৮০/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	৯৭	৩,১৭,১৬১/-	২৬	১,০৭,০০০/-
অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম	১৪১	৪৬,১৭,৪০৬/-	৫২	৩৩,৬০,৭১২/-
	কর্মী কল্যাণ তহবিল	২০	৪,৯৮,০৭৩/-	৪১	৮,০৮,৮৮৪/-